যুগান্তর

তারিখ ...NOV. 04, 200
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম

কারমাইকেল কলেজের ছাত্রাহলে সশস্ত্র হামলা : আটক ১

রংপুর অফিস

মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ছাত্রীহলে দুষ্কৃতকারীরা আবারও হামলা চালিয়েছে। সাত সদস্যের একটি দুষ্কৃতকারীর দল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীরা হলের ২০৬ ও ২০৭ নম্বর রুমের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে ছাত্র ও শিক্ষকরা এসে দুষ্কৃতকারীদের ধাওয়া করে একজ অটক করে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে হয়েছে। এ ঘটনায় হল সুপার বাদী সাতজনকে আসামি করে শুক্রবার কোতো থানায় মামলা দায়ের করেছেন : অধিকাংশ শুক্রবার হল ছেড়ে চলে গেছে। অভিভাবক নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ভোররাত ৪টার হামলা : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

হামলা : সশস্ত্র

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

৭ জনের একটি সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী দল প্রথমে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ছাত্রীহলের প্রধান গেটের ওপর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা অস্ত্রের মুখে নাইটগার্ড মোজাম্মেল হক (৪০) ও নজরুল ইসলামকে (৪৫) গার্ডরুমের ভেতর আটকে রাখে। অপর ৫ দুষ্কৃতকারী দ্বিতীয় তলার ছাদে উঠে গেট ভেঙে হলের ভেতরে যায়। তারপর ২০৬ নম্বর কক্ষের বাথরুমের ভ্যান্টিলেটর ভেঙে বাথরুমে ঢোকে। সেখান থেকে ওই কক্ষের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। একই কায়দায় ২০৭ নম্বর কক্ষের দরজা ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে জানালা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। এ সময় ছাত্রীরা ওই দুটি কক্ষের দরজায় ভেতর থেকে চৌকি ও টেবিল-চেয়ার দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার কারণে দুষ্কৃতকারীরা দরজা ভাঙতে পারেনি। ছাত্রীরা মোবাইল ফোনে ছাত্রহলে সহপাঠী ও শিক্ষকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ছাত্র ও শিক্ষকরা এসে দুষ্কৃতকারীদের ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যাওয়ার সময় রাকিব (১৮) নামে এক দুষ্কৃতকারী ধরা পড়ে। তাকে গণপিটুনি দেয়ার পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়। রাজশাহী র‍্যাব-৫ রংপুর ক্যাম্পের সদস্যরা বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে আসে। কলেজ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুন-নবী চৌধুরী ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হলের সুপার সহযোগী অধ্যাপক হোসনে আরা এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসের তিনটি ছাত্রীহলে প্রায় ১২শ' ছাত্রী গত এক বছর ধরে নিরাপত্তাহীনতার মাঝে বসবাস করছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে গত ১০ মাসে বেগম রোকেয়া হলে তিন দফা এবং শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ছাত্রীহলে বৃহস্পতিবারের রাতের ঘটনা নিয়ে চার দফা সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটে।

ছাত্রীদের অভিযোগ, এ নিয়ে কলেজ ও হল কর্তৃপক্ষকে ছাত্রীরা একাধিকবার বললেও কোন কাজ হয়নি। হামলাকারীরা প্রতিবারের ঘটনায় গভীর রাতে হলে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে ছাত্রীদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। ছাত্রী হলগুলোর চারদিকে পর্যাপ্ত আলো নেই, সবসময় অন্ধকার থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্পসংখ্যক নাইটগার্ডরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করে না। এছাড়া শ জননী জাহানারা ইমাম ছাত্রীহলের হল সু সহযোগী অধ্যাপক হোসনে আরা, সহ সুপার সহকারী অধ্যাপক ফিরোজুর রহমান প্রভাষক সুলতানা জেসমিন— কেউই ক্যাম্পাসে থাকেন না। একের পর এক এ ঘটনা ঘটলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ কিংবা হল সু আজ পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ দা করেননি। তাই অপরাধীরা পার পেয়ে যা তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

কলেজ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুন-নবী চৌ বলেন, প্রায়ই ছাত্রী হলগুলোতে গভীর চোরের উৎপাতের কথা শোনা যায়। এ তিনি গত দু'মাস আগে শহীদ জননী জাহা ইমাম ছাত্রীনিবাসের দুই নাইটগার্ডকে ত বদলি করেছেন। গত বৃহস্পতিবারের জননী জাহানারা ইমাম ছাত্রীহ দুষ্কৃতকারীদের হামলার ঘটনায় তদন্ত ক গঠন করা হবে। কমিটির মতামত অনু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে তিনি জা কলেজ অধ্যক্ষ বলেন, প্রায় ১৮ হ ছাত্রছাত্রীর এই কলেজ ক্যাম্পাসে একটি ফাঁড়ি অতি জরুরি। তা না থাকায় ক ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক নিরাপত্তাহীনতায় আছেন।

সন্ত্রাসী হামলার পর শুক্রবার অধিকাংশ ছাত্র ছেড়ে চলে গেছে। তবে মারাত্মক সম পড়েছে যারা অনার্স ও মাস্টার্সে বিভিন্ন ি আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা দেবে যাদের ফরম ফিলাপ সামনে। অনেকে হল শহরের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে কিংবা ি মেসে আশ্রয় নিয়েছে।